দৈনিক ইনকিলাব

7

তারিখ ... 26 APR 1997 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪......

দেশে শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনির প্রবণতা বৃদ্ধি ঃ

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মান ক্রমাগত নিম্নমুখী

মহাসিন মিলন ঃ বেনাপোল অফিস।- দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মান অনেক নীচে নেমে পড়েছে। শিক্ষকদের মাঝে প্রাইভেট টিউশনির প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ায় এখানকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। বিভিন্ন স্কুল-কলেজগুলোতে কর্মরত শিক্ষকরা ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাসে শিক্ষাদানের পরিবর্তে টিউশনির প্রতি অত্যন্ত আগ্রহী। অধিকাংশ স্কুল-কলেজগুলোতে শিক্ষকরা অনেকটা দায়সারা গোছের ক্লাস নিয়ে থাকেন। টিউশনির প্রবণতা চালু থাকায় অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল কিছুসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ভালো শিক্ষা পেলেও অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তারা নিয়মিত ক্লাস করলেও ভালো শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রয়েছে। এক একজন শিক্ষক স্কুলে বসেই ২/৩ শিফটে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাদান করে থাকে প্রাইভেটভাবে। অনেক অভিভাবকই অভিযোগ করেছেন শিক্ষকরা প্রাইভেট টিউশনির পাশাপাশি নোট ব্যবসায় নিয়োজিত রয়েছে।

শিক্ষকরা অনেক সময় ক্লাসে বসেই ছাত্র-ছাত্রীদের ভালো ফলাফল পেতে প্রাইভেট টিউশনির প্রতি উৎসাহীত করে তোলে। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের অনেক সময় মেধার বিকাশ ঘটছে না। দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীরা টাকার অভাবে প্রাইভেট পড়তে পারছে না। এক একজন শিক্ষক প্রাইভেট পড়িয়ে ৫/১০ হাজার টাকা পর্যন্ত আয় করে থাকে। অনেক সময় স্কুলের শিক্ষকরাই পরীক্ষায় ভালো ফলাফল পেতে প্রাইভেটভাবে যারা শিক্ষা নেয় তাদেরকে প্রশ্নপত্রের অনুলিপি সরবরাহ করে থাকে। ফলে ঐ সব ছাত্র-ছাত্রীরাই পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করে থাকে। ফলে অন্যান্যরাও টিউশনির প্রতি ঝুঁকে পড়ছে। বর্তমানে এসব স্বার্থান্বেষী শিক্ষকরা ছাত্র-ছাত্রীদের প্রকৃত শিক্ষা দেয়ার চেয়ে অধিক অর্থ উপার্জনেই প্রধান্য দিয়ে থাকে সবচেয়ে বেশী। অন্যদিকে প্রাইভেট টিউশনির পাশাপাশি হাজার হাজার কোচিং সেন্টার ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়েছে এ অঞ্চলে। অর্থলোভী এসব শিক্ষকরা কোচিং সেন্টারের নাম দিয়ে মোটা অংকের অর্থ হাতিয়ে নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। গরীব অভিভাবকরা দুঃখ কষ্ট করে হলেও তাদের সন্তানদের কোচিং সেন্টারে ভর্তি করছে। এ ধরনের প্রবণতার বিরুদ্ধে সরকারীভাবে কোনো উদ্যোগ আজও গ্রহণ করা হয়নি।